রেজিষ্টার নং ৩...   Registered N...   রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃতবাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৩৫০, ডাক মাশু... ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।। অনগ্রি... ৮॥০, ডাক মাশুল ১৷৷০টাকা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, ... দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতু ও ততোধিকবা... আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ—১ লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি... সন ১২৮১ সাল। ইং ১৪ ইমে এপ্রেল ...১৪ খৃঃ অব্দ। } ১৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্টিট নং ৯২

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হ... ...এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ...বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের ...তঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। ...র দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা

...র হেয়ার প্রিজারভার।

...দিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য... আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবেনা। চুল ... হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত ...

...র প্রতি শিশিরের মূল্য ১ টাকা। ডাক ...গাদি ৷০ আনা।

...প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কুষ্ঠ রোগের ... বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন, (tooth powder) ...কাতার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়। ...বাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েন্টেল এপথিক্যা... ...দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও ...স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী এবং ৫৫নং ...ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কুষ্ট রোগের তৈল।

আট ঊনস (এক পোয়া) শিশি ২ টাকা ডাক ইত্যাদি ৮৵০।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

...ত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন (Tooth pow er)

প্রতি তোলা ডিবে ।০ আনা ডাক মাশুল ইত্যাদি ...৪ প্রতি ।০ আনা।

ব্যায়াম শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

মূল্য ।০। সংস্কৃত ডিপজিটারি ৫৫ নং কলেজ ... ক্যানিং ...রি ৯২ নং বহুবাজারে প্রাপ্তব্য।

...াড়ী বিক্রী।

...কম্বলীটে গোবর্দ্ধন দাসের লেনের ৩৩৪ ... বাটী বিক্রয় প্রস্তুত আছে। যে কোন গৃহস্থ ... পরিবারে উহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। ...সম্পূর্ণ ...ত... হাদের ইহা ক্রয় করিবার ... থাকে তাঁহারা ...বাজার, আনন্দ চন্দ্র চাটু... গলির শ্রীযুক্ত নন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

...করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

ব... লোন আফিস লিমিটেড। মূল ধন ২০০... টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩০০ ...শ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা... করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি, এল

...৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেকটর

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

কাশীখণ্ডের মূলটীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল ৵০ আনা। নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা, বাওয়ালী আঁটিপুর ডাকঘর } শিবকৃষ্ণ মণ্ডল (১)

জ্ঞানাঙ্কুরে স্বর্ণলতা নামে যে উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট ও হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যানিং লাইব্রারি।

কলিকাতা।

উদাসিনী গীতিকাব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, অমৃত বাজার পত্রিকা আপিসে ও ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বর্ণলতা নাটক।

কম্বুলিয়াটোলা করেরমাট ২নং ভবনে আমার নিকটে, বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় দূত পত্রিকা আফিসে, সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং গরানহাটা ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবেক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২)

বিজ্ঞাপন।

বৃহন্নলা নাটক।

শ্রীমদনমোহন মিত্র প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

৫৫নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রিট, বাল্মীকি যন্ত্রে ও অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে পাওয়া যায়।

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল ৴ এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ঐতিহাসিক রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রিট ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

This work is dedicated to Professor Max Muller.

৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর

মহোদয়ের

প্রণীত

সকল গ্রন্থ

একত্রে

তাঁহার সন্তানগণের উপকারার্থ উক্ত মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি ভূমিকা সহিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধারণে পুন মুদ্রিত হইবে।

মূল্য স্বাক্ষরকারিদিগের প্রতি — ৬ টাকা

অন্যের প্রতি ৭ টাকা

তদ্ভিন্ন মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা নাম ঠিকানা ও টাকা কলিকাতা আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৬৪ নং ভবনে বাবু চারু চন্দ্র মিত্রের নিকট পাঠাইবেন।

বিবাহ ভঙ্গনাটক।

মূল্য ।০ আনা ডাকমাশুল ৴০ আনা। অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে, কলেজষ্ট্রীট ক্যানীংলাইব্রেরিতে ও মুঙ্গেরে শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

জলকষ্ট।

আমরা জল কষ্ট সম্বন্ধে রাশি রাশি পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। পূর্ব্বে আমরা কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবার এক খানি প্রকাশ করিলাম, স্থানাভাবে অন্য গুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ দেখিবেন জলাভাবে লোকের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইয়াছে।

এ দেশের ভূমি ক্রমে ২ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। এক বার বন্যা আইসে আর সেই বন্যার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বালি আসিয়া পড়ে। কখন কখন বালির সঙ্গে প্রস্তর খণ্ডও আসিয়া পড়ে। ইহার ফল এই হয় যে স্থানে স্থানে এমন কি এক বৎসর কি কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্তিকা দশ হাত উচ্চ হয়। অবশ্য এ ঘটনাটি বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলে অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে সকল দিকেই হইতেছে। বাঁওড়ের সঙ্গে বন্যার জলের বড় একটা সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাঁওড়ে এক বার বন্যার জল প্রবেশ করিলে উহার কতকটা বুজিয়া যায়। এই রূপে কয়েক বার বন্যা আইলে বাঁওড় কি বিল বালিতে পূর্ণ হয়! এবং উহাতে শেওলা, দাম, পদ্ম, নল ইত্যাদি জন্মাইতে থাকে এবং এই সমুদায় নানা জাতীয় জলজাত দ্রব্য পচিয়া ক্রমে জলাশয় পুরিতে থাকে ও সেই পরিমাণে জল শুষ্ক হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত বৃষ্টির জলের স্রোত সম্বলিত মৃত্তিকা যাইয়াও স্কুল শুষ্ক হইয়া যায়। পুষ্করিণীও এই কারণে শীঘ্র শীঘ্র বুজিয়া যায়, অতএব বৃষ্টির স্রোত পুকুরে যাইতে দেওয়া উচিত হয় না।

একটু মনোযোগ করিয়া দর্শন করিলে জানা যাইবে যে নদীর ধারে ভদ্র লোকের বসতি কম। যত প্রাচীন ভদ্র, বৃহৎ গ্রাম তাহার অধিকাংশ নদী হইতে দূরে, হয় কোন বিল কি বাঁওড, কি দীঘির ধারে। এই রূপ ভদ্র গ্রাম সমুদায় নিভৃত স্থানে অবস্থিত হইবার কারণ বোধ হয় বর্গির হাঙ্গামা ও ডাকাইতির অত্যাচার। যখন দেশে সুশাসন ছিল না, তখন মহারাষ্ট্রিয়েরা পালে পালে নৌকা যোগে ভ্রমণ করিয়া দেশ লুণ্ঠন করিত, ডাকাইতগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার করিত। কাজেই ভদ্র লোক সমুদায় অনেকটি একত্রিত হইয়া এক এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেন। গঙ্গার ধারে এরূপ নয়। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ নানা বিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভাগীরথীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেন না কি ঐ সকল স্থানে সুশাসন থাকাতে মহারাষ্ট্রিয়েরা তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীর ধারে বাস করিবার যো ছিল না।

একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমুদায় শুষ্কবৎ তাহাতে আবার সচরাচর লোকে নদী হইতে দূরে বাস করে, ইহাতে যে লোকের বিষম কষ্ট হইবে তাহা সহজে অনুভব করা যায়। বিশেষতঃ অনাবৃষ্টির দরুন অনেক জলাশয় একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট অন্ন কষ্টের নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতেছেন, সেই রূপ যাহাতে পল্লীগ্রাম সমূহের জল কষ্ট দূর হয় সে [illegible] তাহাদের মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে [illegible]য় কার্য্যের ভার জমিদারদের উপর ছিল। প্র[illegible] জল কষ্ট হইলে যে গতিকে হয় জমিদারের ত[illegible]ারণ করিতে হইত এবং তাহারা যে তাহা ক[illegible] তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণও পাওয়া যায়। কি[illegible]দার আর প্রজা[illegible] সে সম্ভাব নাই, সম্ভাব থাকি[illegible] জমিদারের [illegible]বস্থা এক্ষণ এত মন্দ হইয়া প[illegible]ছে যে ত[illegible]রা তাহাদের অধীনস্থ প্রতি গ্রামে [illegible]ণী কাটাইতে পারেন না। জমিদার ও প্রজায় [illegible] বাধাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই একটি মহৎ[illegible]ট করিয়াছেন। এক্ষণ দেশের একটী [illegible]ান্য কষ্ট নিবারণ করিতে হইলেও আমাদের [illegible]র্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। পূর্ব্বে [illegible]শে জল কষ্টের নিবারণ না হইলে লোকে জমিদিগকে গালি দিত, এক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট জমিদারের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং লোকে যখন জলাভাবে কষ্ট পায় তখন গবর্ণমেণ্টের উপর সমুদায় দোষ আরোপ করে। ফল গবর্ণমেণ্টই হউন আর জমিদারই হউন, বৎসর ২ যেরূপ জলের দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে তাহাতে উহা নিবারণের কোন সদুপায় অবলম্বন না করিলে সহস্র সহস্র লোক জলাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে। সামান্য রকমে একটী পুষ্করিণী হাজার টাকায় হইতে পারে। জমিদারই হউন আর গবর্ণমেণ্টই হউন অনায়াসে মনোযোগ করিলে প্রতি গ্রামে এক একটী পুষ্করিণী খনিত হইতে পারে। একটী পুষ্করিণীতে ৫০০ ঘর লোকের কাজ চলিতে পারে এবং গবর্ণমেণ্ট যদি প্রয়োজন বোধ করেন ইহাদের নিকট হইতে দুই টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া লইতে পারেন এবং তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের একটী পয়সাও খরচ হয় না। ফল উদ্যোগ হইতেছে এ সকল কার্য্যের মূল কথা। যে সকল স্থানে জল কষ্ট হয় মাজিষ্ট্রেটগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যদি উহা প্রতিবিধানের নিমিত্ত উৎসাহ দেন তবে অবলীলা ক্রমে জল কষ্ট দূর হইতে পারে। আমরা অনুরোধ করি যে, গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের প্রতি এই রূপ একটি আদেশ প্রচার করুন যে যাহাতে জল কষ্ট পীড়িত ব্যক্তিদের গ্রামে জলাশয় প্রস্তুত হয় তৎপক্ষে তাহারা বিশেষ যত্নশীল হয়েন।

গবর্ণমেণ্টের চাউল খরিদ।

যখন চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষের রব উঠিল, গবর্ণমেণ্ট তখন ভীত হইয়া চাউল কিনিতে লাগিলেন। এই চাউল প্রায় সর্ব্বত্রেই ক্রয় হইয়া কলিকাতায় অধিকাংশ আসিয়া মজুত হইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা হইতে রেল যোগে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহে চাউল প্রেরিত হইল। গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত কার্য্য করিতে থাকেন এবং ত্রস্ততার ফল যে ক্ষতি তাহা গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ সহ্য করিতে হইয়াছে। কত চাউল যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার অবধি নাই। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে স্তূপাকারে চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছেন আর ইন্দুরে, বানরে, মানুষে যে যেখানে থেকে সুবিধা পাইয়াছে সেই উহার কতক হাত মারিয়াছে। নৌকা হইতে কলিকাতায় উঠাইবার সময় এবং কলিকাতা হইতে রেলের গাড়িতে রওনা করার সময় যত চাউল পড়িয়া যায় তাহা একত্র করিলে বোধ হয় শত শত পরিবারের এক বৎসরের খোরাক চলিতে পারিত। আবার গবর্ণমেণ্ট যেখানে যত থলিয়া পান তাহাই খরিদ করেন। তাহার কতটী ছেঁড়া কতটী আস্ত তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। এই রূপে অনেক ছেঁড়া থলিয়ায় চাউল পূ[illegible]রিয়া দেওয়াতে বিস্তর চাউল পড়িয়া যায়। আ[illegible]বার কলিকাতা হইতে চাউল থলিয়া গণিয়া দেও[illegible] হইত এবং যে ষ্টেসনে চাউল প্রেরিত হয় সেখা[illegible] উহা গণিয়া লওয়া হইত, কিন্তু এই থলিয়ার ভি[illegible] চাউল কি মাটী আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা কেহ দেখিয়া লইত না। এই রূপ চাউলের স্থানে কোন কোন স্থানে মাটী ও অন্যান্য দ্রব্যও প্রেরিত হয়। বৃষ্টি লাগিয়া অনেক চাউল পচিয়া যায় এবং স্থানে২ এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে তাহার নিকট দিয়া লোক যাইতে পারেনা। অগ্নিসাৎ হইয়াও কম চাউল নষ্ট [illegible] নাই। চাউলের এরূপ ছড়াছড়ি হওয়ার কতকটা

মানে[illegible]আছে। মহাজনেরা লাভের জন্যে
খরিদ ক[illegible] কিন্তু গবর্ণমেণ্টের লাভাল[illegible]
[illegible] সাবধান হইয়া গব[illegible]
দৃষ্টি নাই। যদি[illegible] তবে হয়
আমদানি করিতেন
সাড়ে আট কোটী টা[illegible]
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভাবনা
গৌরী সেন।" এই সাড়ে আট
দিগকেই বহন করিতে হইবে এ
হউক উহা পরিশোধের নিমিত্ত কে
ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য দুর্ভিক্ষের নিমি
মেণ্ট যে আয়োজন করিয়াছেন তন্নিমি
গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করি না,
মেণ্ট সময়ে উদ্যোগী হইয়া অনেকটা কা
করিয়াছেন, তবে একটু সতর্ক হইয়া চলিলে
স্তর অর্থ বাঁচিত তাহা বলা বাহুল্য।
ণ্টের চাউল খরিদ করা কত দূর
হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, হয়ত ইহা
দূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট নিজে চাউল খরিদ ন
মহাজনদের উপর নির্ভর করিতেন এবং ব
শুল্ক কমাইয়া দিয়া ও অন্য প্রকারে বাণিজ্যে
করিয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, কিন্তু আমরা পূ
লিয়াছি দুর্ভিক্ষের নাম শুনিয়া আমাদের গ
অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং দিশাহা
মহাজনদের উপর বিশ্বাস করিতে না পা
চাউল কিনিয়া বসেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট
উদ্দেশ্যে এই চাউল খরিদ করেন, প্রা
ইহা হইতে একটি বিষময় ফল উৎপ
গবর্ণমেণ্ট প্রথম এই বলিয়া চাউল
আরম্ভ করেন যে বাণিজ্যের যা
এরূপ কিছু করা তাহাদের ইচ্ছা ন
কার্য্যে বিস্তর লোক কার্য্য ক
তাহাদেরই জন্য চাউল কিনিতে
মেণ্টের কার্য্য প্রণালীর কিছু প
গবর্ণমেণ্ট এই রূপ অভিপ্রায়
মহাজনেরা যেখানে টাকায়
বিক্রয় করিবে, সে সকল স্থ

হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল বিক্রীত হইবে। কিন্তু অল্প পরিমিত স্থান ব্যতীত মহাজনেরা প্রায় কোথায়ও দশ সেরের কমে চাউল বিক্রয় করে নাই। কাজেই গবর্ণমেণ্টের গোলা অতি অল্প স্থানেই খুলিতে হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি চাউল বিক্রয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আর একটি নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। এটি এরূপ অস্পষ্ট যে, গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা কিছুই বুঝা যায়না। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যেখানে বিবেচনা করেন সেখানেই বাজার দর অপেক্ষা কম দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ প্রকৃত মহাজনি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করেন যে বাণিজ্যের উপর তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেননা সে প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিস্তর চাউল মজুত রহিয়াছে এবং লাভালাভের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নাই, সুতরাং কোন্ মহাজন আর সাহস করিয়া চাউল আমদানি করিতে যাইবে? মহাজনেরা যদি ব্যবসায় বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে তবে সে ভয়ানক কথা। গবর্ণমেণ্টের হস্তে যত চাউলই মজুত থাকুক মহাজনদের সাহায্য ব্যতীত কখনই সর্ব্বত্র চাউলের আমদানি হইবেনা। গবর্ণমেণ্ট যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন ইহাতে শুদ্ধ মহাজনেরা উচ্ছিন্ন যাইবেনা. কিন্তু ভবিষ্যতে তণ্ডুল গ্রাহক দিগেরও ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এইটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেই প্রকাশ যে শত শত বাজারে গবর্ণমেণ্টের চাউল যোগাইতে হইতেছে এবং আর কিছু দিন পরে দেশের অবস্থা কি হইয়া দাঁড়ায় বলা যায় না। আমরা বিবেচনা করি গবর্ণমেণ্ট যে চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছেন ক্রমে ২ তাহা মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করা হউক এবং যাহাতে বাণিজ্যের গতি রোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন কার্য্য না করেন। মহাজনেরা উচ্ছিন্ন গেলে মহাজনদের যত ক্ষতি হইবে তাহা অপেক্ষা দশ গুণ ক্ষতি চাউল ক্রেতাদিগের হইবে।

সীতামারি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—"আমাদিগের বিচারপতি ভূতপূর্ব্ব যশোহরের আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিমিশ বাহাদুর সম্প্রতি ফাষ্ট ক্লাশ ও সমারি ক্ষমতা পাইয়াছেন ও গত কল্য একটী অদ্ভুত বিচার করিয়াছেন। এমন যেকয়েকটী বিচারক গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে আছেন তাহাদের বাছিয়া বাছিয়া ত্রিহুতে পাঠাইলে ভাল হয়, তাহা হইলে এদেশীয়েরা বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া বিচারপতিকে বাহবা দিবে ও গবর্ণমেণ্টকেও দুই হাত তুলিয়া ধন্যবাদ দিবে। সরকারি চাউলের গোলা হইতে পচিয়া গিয়াছে বলিয়া কতক গুলিন চাউল একটা নিকটাবর্ত্তী গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যক্তি তাহার কিঞ্চিদংশ জীবন ধারণের জন্য তুলিয়া লয়, ইহা দেখিয়া এক জন পদাতিক তাহাকে ধরে ও তৎক্ষণাৎ বিচারালয়ে আনায়ন করে। সাহেব বাহাদুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দেয় 'হুজুর আমি চাউল লইয়াছি' তখন সাহেব পদাতিকের দিগে দৃষ্টি পাত করিয়া প্রশ্ন করায় সে বলে আমি উহাকে চাউল তুলিয়া লইতে দেখিয়াছি। সাহেব হুকুম দেন ১০ বেত। সে ব্যক্তি ডাক্তার মহাশয়ের নিকটে আনিত হয়। ডাক্তার লিখিয়া দেন যে সে ১০ বেত খাইবার উপযুক্ত। আমি তথায় কার্য্যোপলক্ষে গিয়া ছিলাম, তাহার মুখের দিগে তাকাইয়া দেখিলাম তাহার চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া বারি বর্ষণ হইতেছে। ডাক্তার সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে সমুদয় বলিল ও তাহার রক্ষক পদাতিকও ঐ রূপ বয়ান করিল। আমি ভাবিলাম যে ইহাতে তো কোন অপরাধ হয়না, তবে কি জন্যে সাজা হইতে পারে।'

ঢাকা হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—'ঢাকাতে কোর্টফিজ চুরি লইয়া ভারি ধুম যাইতেছে। এখানকার সবরডিনেট জজের নিষ্পত্ত একটী মকর্দ্দমার আপিল হাইকোর্টে হয়। সেই মকর্দ্দমার নথীটি হাইকোর্ট হইতে জজের এখানে প্রত্যর্পিত হয়। প্রত্যর্পিত হইলে জজের একজন মুহুরের দেখেন যে আর্জির কাগজে ন্যূন মুল্যের কোর্টফিজ লাগান রহিয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া নথিটি সবরডিনেট জজের নিকট লইয়া যান। তিনি সন্দেহ করিয়া মহাফেজ খানার অন্যান্য নথির আর্জির কোর্টফিজ ন্যার্য রূপ আছে কি না অনুসন্ধান করেন এবং দেখেন যে অনেক আর্জির ষ্ট্যাম্পে এইরূপ কোর্টফিজ কম মূল্যের। তিনি জজ সাহেবের নিকট এ বিষয় এত্তলা দেন। জজ,সবরডিনেট জজ, মুনসেফ সকলে অন্য সমুদয় কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং দেখেন যে সকল আফিসের নথিতেই কোর্টফিজ এই রূপ চুরি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সবরডিনেট জজের আফিসের কোর্টফিজ চুরি গিয়াছে কিন্তু সে তত অধিক নয়। সদর মুনসেফদিগের আফিসে কোন চুরি প্রকাশ হয় নাই। মুন্সিগঞ্জের ও কালিগঞ্জের মুন্সেফের কাছারির বিষয় আমি অবগত নহি কিন্তু মানিকগঞ্জের মুন্সেফিতে বিস্তর চুরি গিয়াছে। আর একটী ঘটনা হইয়াছে। নিয়ম অনুসারে তিন মাস অন্তর নিম্নস্থ আদালতের সমুদয় নথি জজের আফিসে প্রেরিত হয় এবং জজের নাজির ইহা রসিদ দিয়া লইয়া আপনার জিম্বায় রাখেন। এই সমুদয় জজের আফিসে প্রেরিত নথিও বিস্তর চুরি হইয়াছে এবং ইহাতে ঢাকার সবরডিনেট জজ, মুন্সেফ সকলের নথি আছে, সবরডিনেট জজের আফিসের দুই জন আপ্রেণ্টিসকে সন্দেহ করিয়া ফৌজদরিতে সোপোর্দ্দ করা হইয়াছে।

✓আমরা 'আজীজন্ নেহার' নামক এক খান মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে উহা পাঠ করিলাম। আমাদের আহ্লাদের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম এখানি মুসলমানদিগের পত্রিকা। দ্বিতীয় ইহা যেরূপ সুললিত বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে মুসলমানেরা যে এরূপ বাঙ্গলা লিখিতে পারেন ইহা আমাদের বিশ্বাস ছিল। তৃতীয় পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য বঙ্গদেশের উপকার করা। আমরা 'কি লিখি' প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাঙ্গলায় পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ নাই। মুসলমানেরা এক্ষণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার প্রায় হিন্দুদের মত হইয়া গিয়াছে। এই উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে সম্পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ইহা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির করা কর্ত্তব্য। 'আজীজন্ নেহার' যদি বঙ্গদেশের প্রকৃত উপকার করিতে চান তবে যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানে সম্পূর্ণ সৌহৃদ্যভাব স্থাপিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

একটি সবডিবিসনের এক জন ইংরাজ হাকিম বিচার করিতেছেন এবং মুক্তিয়ারেরা তর্ক বিতর্ক করিতে গোল করিতেছে। হাকিম মহা অসন্তুষ্ট হইয়া মুক্তিয়ারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "তোমরা একটি ক্ষুদ্র মকর্দ্দমা লইয়া এত গোল করিতেছ, তোমরা হাইকোর্টে গিয়া দেখিয়া আসিও সে স্থানে উকীলেরা কেমন সুশৃংখলার সহিত তর্ক বিতর্ক ও অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করে, তোমরা ভারি গাধা।" এক জন মুক্তিয়ার জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "ধর্ম্মাবতার সে আমাদের অপরাধ না। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য। আপনারা যেমন হাকিম আমরাও তেমনি মুক্তিয়ার। যেখানে যেমন হাকিম উকীলও সেখানে তেমনি গিয়া জুঠে।" সাহেব মুক্তিয়ারের বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক খানি উত্তম সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব একজন মুসলমানকে দুই মাসের মিয়াদ দেন। সে জজের নিকট আপিল করে। জজ উহা হাইকোর্টে পাঠান। হাইকোর্ট তাহাকে খালাস দেন এবং হাইকোর্ট তাহাদের হুকুমের নকল জজের নিকট প্রেরণ করেন। জজ উহা মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয় দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামিকে খালাশ না দিয়া হুকুম দেন যে নথিতে পেশ হয়। এই রূপ দুই মাস সে হুকুম নথিতে পেশ থাকে। পরে আসামির আত্মীয় স্বজন হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়া ফৌজদারি আদালতে অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে দুই মাস হইল আসামির খালাশের আজ্ঞা হইয়াছে। তাহারা জজের নিকট দরখাস্ত করে। জজ কৈফিয়াত চাওয়ায় মাজিষ্ট্রেট বলেন যে আমার ভ্রম হইয়াছে। লায়েল সাহেব অতি উত্তম মাজিষ্ট্রেট, তাহা কর্ত্তৃক ভ্রম হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু তিনি যদি কোন ফাঁসির আসামির বিষয় এইরূপ ভুল করিতেন তবে কি সর্ব্বনাশ হইত।

নাটোর হইতে একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—'কলিকাতার ডাক কুষ্টীয়া হইয়া নাটোর আসিত। কিছু দিবস হইল ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়া বোয়ালীয়া হইয়া নাটোর আসিতেছে। ইহাতে নাটোরস্থ সকলের সংবাদ পত্র ও পত্রাদি পাওয়ার বিলক্ষণ বিলম্ব হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কি লাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন? এ বিষয়টা পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে আপনার কাগজে উঠাইয়া জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য হইতেছে।"

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY 14th *May* 1874

The follwing is from Gya:—

We have hitherto been expecting that our Magistrate, energetic, active and efficient as he is, would d, something substantial towards relieving the District already under the grasp of famine. Our expectations, however, have at last proved vain. You are well aware that Government of India granted so large a sum as three lacks of Rs. for this District alone ; and accordingly about 130,000 maunds of rice were imported and have been stored up, some 3 months ago, stored up like misers hoard, never to be touched but destined to be eaten away by worms. The public were once cheered up with the rumor that the Government golas would be opened for sale shortly, but they were disappointed.

One of the measures adopted by the Magistrate is that a certain number of disabled and infirm persons are daily fed. Here it must be noticed that the rice required for their consumption is not taken from the store but bought from the Bazar, which raises the already high market price at which rice sells here and thereby causes greater evil than good to the public at large.

If a moments thought and consideration be bestowed upon the subject as to who are the really greater sufferers from famine, it will be found that it is such of the middle class men as have barely the means to enable them to support the family. The lower classes can to a certain extent relieve themselves by begging which the former look upon as a degradation worse than death. It is this class of men whose peculiar position compels them to keep within doors. The lower classes no doubt stand in need of relief. To find employment and consequent relief for three classes of men, was, I apprehend, the main object of the Relief works, which have been ordered by the Government to be carried on in several famine striken Districts. These works consist of construction of certain roads within the District, so that the poor labourers may have some work and consequently wages. In this District several roads are now under construction but the rate of wages allowed by the Magistrate would startle the whole public. The men are to labour hard from morning to evening and at the end of their work receive no more remuneration than four Gorukpore *kashas*, amounting to about three pices, while the rate allowed in other districts ranges between two to three annas. If the labourers cannot work hard in subssquent days in consequence of their not being properly fed, they are turned out. The sub-divisional officers have ceased writing to the Magistrate for the increase of the rates, because the latter wont hear them. These are discouragements sufficient to keep the poor men from going to work on such a paltry rate, with so disadvantageous a prospect before them ; consequently the relief works here are not progressing at all, in consequence of paucity of hands employed.

The Magistrate Mr. Palmer the President of the Relief works has got peculiar temper and peculiar notions. He is admittedly one of that class of Govt. servants who are ready to undergo any amount of vexation, and spend any amount of their valuable time for the purpose of saving a single pice. But what strikes us the most is that while on the one hand economy is carried to its sad extreme, on the other hand we do not fail to see extravagance and we may say waste carried to a still sadder extreme. A staff of officers have been specially appointed for the purpose of inspecting and superintending the proper carrying on of the relief works. These officers draw every month no less than 3,000 Rs from the treasury ; and still there is mismanagement pervading the whole system of relief operations. Indeed we hear that Mr Palmer has applied for an additional staff of officers to carry on the relief operation—four overseers on a monthly salary of Rs 100 each, exclusive of traveling expenses.

Another peculiar notion the Magistrate has got into his head is that he would allow no body to say that there is famine while it stares the whole District in the face ; but on the contrary would call him severely to task. Indeed, a gentleman, Dy. Inspector of Schools. once fell into a very false position by giving out that famine was making its appearance in the interior.

As to the pecular temper of Mr. Palmer we may say that he, as President of the Relief committee, wishes to grasp the whole power and to do everything with a high hand. He would not lend his ears to the advices of other gentlemen, specially appointed for the purpose and who endeavors as much as they can, to collect informations from the interior. Even experienced Government officers of high standing he would not listen to, but on the contrary, treat them in a manner most unprecedented and unjustifiable. It was this disagreeable temper of the Magistrate that caused no less an individual than our Subordinate Judge to tender his silent and peaceful resignation, as a member of the committee.—a gentleman who really felt for the poor distressed and devoted his heart and soul to the discovery of such means as might ensure them relief. Thus has the committee been deprived of the hearty co-operation of a kind-hearted officer of long experience who rendered and could render to the country services that may truly be characterised as invaluable.

The *Native Public Opinion* announces with great glee that Babu Ruthnavaloo Chettiar B A of Madras has passed the preliminary Covenanted Civil Service Examination and has taken the fifth place in the list. Our contemporary should restrain his joy a little, for commissions may be appointed in Madras as it was done in Bengal in the case of Shurendra Nath Banerjee.

Shurendra Nath Banerjee.—It is now time to think whether we can make a better capital of Shurendra Nath dismissed, than Shurendra Nath as a covenanted Civil servant. There are many who hope that the cause of the natives of India has received a great check on account of the dismissal of Shurendra Nath, they think that the victory is on their side. We shall see whether the dead body of Shurendra serves better than the living anglisized Shurendra. We shall see on which side, the real victory is ; we shall see whose gain is greater in the long run. Whether Shurendra was really guilty or not, or if guilty, whether he was justly dealt with or not we are not come to decide, we care not to decide, and it is impossible for the natives to decide. The charges preferred against the Bengallee Civilian might be all true, but the deep mortification of the nation is as true and more palpable. The country is ours tho' its destiny is in the the hands of foreigners, we are taught to believe that the country is ours and we have been deprived of all the important posts of our own country. We struggled for the last 100 years to secure few posts for us, after an incessant struggle we secured the privilege but yet we could not secure the posts. And at last all barriers were overcome; caste, foreign language, distance and ocean. Five youths succeeded and of these five, one has been dismissed. Who can measure the profundity of the grief of the nation ? Can the thought that Shurendra might have been guilty of a falsehood give us any consolation ? So Lord Mayo was a tyrant but we grieved when he was murdered. We did not then rejoice and point out to his remains and said that he was well served. At a moment of such a profound national grief we expected a few crocodile tears from the ruling race for they are wise, they know how to deal with a nation, they know the art how and when to humour and how and when to throw off the disguise. We expected from the character of the nation at this moment, few sweet and soothing words. to lull our suspicion which might arise from the extraordinary nature of the case. The victory, they undoubtedly think is theirs, Shurendra has been dismissed, and few opportune tears could have served without at all compromising them. But some of our English contemporaries have taken a very un-English ground, which means foolish ground, in dealing with the question. They have taken the dismissal of Shurendra Nath as a text to preach a sermon to us, to shed few tears for our depravity, and to pray for our salvation. The *Indian Daily News* praises the Government which has generously given a compassionate allowance "even to such an offender" as Shurendra Nath is ; praises the moderation of those *amlas* who have not brought a Criminal suit against him ; condemns the Bengallee for his moral obtuseness ; condemns Government for educating the middle classes at the expence of the masses which has tended to demoralize the favored class, and advises the Bengallee to take example from the high morality of Englishmen. Here is a quotation from the article; we don't make the best selection but we quote at random, the article is full of such sentiments. "Instead of any result of this kind we have as the outcome of half a century of high education a native public opinion which seems utterly incompetent to decide between the simplest issues of right and wrong and which boldly arrays itself on the side of wrong, when it believes that clamor may help it to carry out some particular purpose.' Here is another quotation ; "To the superficially educated native, morality is a mere name, to be quoted on occasion as expediency or self-interest may direct." We are not going to defend our character from such aspersions, we mean no such thing. But there is a misrepresentation in the following which we must give reply to. "The most painful feature in native self-consciousness we believe to be a sincere belief that educated Englishmen are really no more averse from immorality than so-called educated natives, and that all public professions of respect for truthfulness or decency are mere clap-trap." Here the *Indian Daily News* does the 'so-called' educated natives a grevious injustice. They hold no such belief, far from it. They perhaps might have held the belief before but their opinion since has undergone a change. They think that English education might have demoralized them, but as they are only half educated they are only half demoralized, but the Englishman is a full educated man. Indeed it is impossible for a Hindoo to be as bad as an Englishman. If Hindoos were as bad as Englishmen, Englishmen could have never conquered India. A strong animal propensity leads to crime, and Englishmen are more animal than Hindoos. Under favorable circumstances, the Englishman might have been much like a Hindoo, but the people of England have placed themselves in a false position. They have assumed the position of conquerors and as such any high morality amongst them is out of the question. A conqueror is a dacoit in a large scale and if aggression, violence and so forth chastened morality they would also chasten a dacoit. But yet we have great respect for our rulers, they are very wise and shrewd and must have profoundly studied the weak side of human nature.

To come now to the case of Shurendra. We inquire what has transpired in his case to persuade people that Government has fairly dealt with him ? The two questions that naturally arise in the mind of a native are (1) whether Shurendra was really guilty and if guilty (2) whether a European would have been as severely dealt with; and how is he to settle the matter ? If these two questions can be satisfactorily settled and Government fully justified then alone the natives could be consoled ; and after such a justification the natives still blamed the Government, the charge of want of moral perception could have been laid at their doors. But the natives for want of better evidence have already satisfied their minds on the above two points. Half a century of observation has led them to but one conclusion regarding the feelings of the ruling race as to the natural aspiration of natives for better employment. We cannot credit that Shurendra has been fairly dealt with and we believe no body in India, we mean natives, does it. Where is then the want of moral perception in the natives ? We said we shall see on which side lies the victory. The profound grief of the nation will be followed by a re-action and that will stimulate them to recover the lost ground.

The Cultivation of Indigo in Tirhoot---

The soil of Bengal can bear no further burden, indeed it is already over burdened, or else why so frequent famines ? Lord Northbrook complains that famines in India have become chronic and His Lordship therefore proposes to keep a large cash balance in hand to remain prepared to meet the evil whenever it appears. But His Lordship should direct his attention to discover the cause of this chronic disorder. If famines occur after short intervals the Government will find it difficult to keep a cash balance in hand and thus the means they will adopt to avert it will only shorten the interval and ultimately ruin both the people and the Government. Let it be the object of Government to milch India as long as she is capable of yielding the beverage and then to let her lose it might do very well to meet famine by spending plenty of money and then to bring it about by replenishing the treasury by exactions. But since we believe India is to be kept in golden chains of affection for ever and ever it is proper that the country should not be starved that she might be milked.

The rapid extension in recent years of the poppy cultivation, now embracing 1,200,000 biggas, has limited the area applied to the grow-

of food grains. China shewed symptoms of competition and hence the desire of the Finance Department to cheapen the price of opium and extend its cultivation. The extension of indigo cultivation in Bengal proper received a check in the year 1860 but in upper Bengal we mean Behar especially in Tirhoot the cultivation is being extended every year. It is difficult to determine the number of biggas in Tirhoot under indigo cultivation but our Special correspondent reported that he "saw an indigo factory almost in every fourth crose.' What this means can be easily understood by those who are muffosil residents and who have seen indigo districts. Now let it be clearly understood that indigo does not pay the ryots, it did not pay them in 1860 and now when the prices of articles have risen it is simply ruinous to them. Mr. Dampier was examined by the Indigo Commission. He was then Magistrate of Tirhoot and his was the only independent testimony that came from Tirhoot. He was favorably disposed towards the planters but he was compelled to admit that "in most parts of Tirhoot the cultivation was not acceptable to the ryots and as a general rule they did not like indigo to be introduced into a village.' Further on he said that 'the ryots complained that the planters generally managed to secure the best land for indigo, and for this complaint there is very much more ground: cases of course occur in which the planter destroys the crop of the ryot because he wishes to sow his indigo in the field.' Now compare benighted and under-governed Tirhoot with over-governed Bengal, compare poor and lifeless Tirhoot ryot with rich and spirited ryots of Bengal; and compare the price of grains that was in 1860 and the price that it fetched last year and you can easily comprehend the present condition of indigo ryots in Tirhoot. No wonder then that our 'special' should hear complaints against the planters from all quarters, that the fatherless and motherless ryots of Tirhoot should give vent to their surcharged heart to one who sympathised with them. The intelligent men of Tirhoot attribute this present scarcity without reserve to indigo. Indigo occupies a great portion of Tirhoot, indigo pays them not a single pice, on the contrary, indigo draws upon their time, their only capital and subjects them to untold sufferings. The following telegram appeared in the *Friend*:

A few days since an indigo disturbance took place near Pandoul. Villagers turned out with clubs to prevent the measurement of land for indigo sowing. Blows were exchanged on both sides. Investigation is going on by police.

It matters very little whether villagers came with clubs to resist measurement or the Planter's men entered the village with clubs to *loot* it, whether blows were exchanged on both sides or the ryots were severely maltreated, this occurance shews at once the cordial relation between them two. Such outrages are not very rare; indeed they are of frequent occurance but most of them never come before the court and those which come before the court do not come before the public. Something of this sort we expected from the Pandoul factory. We believe Mr. Gale is the Planter. It so happened that Sir George Campbell while in Tirhoot dined in the Pandole factory with Mr. Gale. Now big officials see no harm in thus dining with or becoming a guest of a private individual. But there is a great deal of harm. This circumstance of Sir George Campbell dining with Mr. Gale, so elated him and his men, that a row was an inevitable result. It was immediately rumored that Mr. Gale was a brother-in-law of Sir George Campbell. How many times has it occured in Bengal that because Mr. C. Commissioner dined with Mr. P. Planter and therefore thousands of ryots were oppressed? Our special correspondent advised an indigo ryot to bring their complaints before the Lieutenant Governor who was then in Tirhoot, but the ryot said 'he did not expect any redress from him since he came and dined with M. Gale of the Pandoll Factory and this planter is collecting rent with the utmost rigor from his ryots in Perganna Jerail.'

We appeal to Sir Richard Temple on behalf of the "down trodden" ryots of Tirhoot. The word 'down trodden' has been so often used that it has lost much of its original force, but if any people in the earth deserve pity it is the Tirhooteans. The Carolina slaves have been liberated but the people of Tirhoot have not. Sir George Campbell sat as president of the famine commission, but Sir Richird sat as a member of the Indigo commission. Who knows more, than he the untold sufferings of an indigo ryot? He has heard with his own ears the heart rending tales of hundreds of indigo ryots. He knows the condition of the Bengal indigo ryot and from that he can infer what may be the condition of the indigo ryots in Tirhoot. Sir Richard Temple signed the indigo commission Report but he also wrote a separate minute and there he candidly admitted " that serious evils exist in the system and practice of indigo cultivation, that unless some important concessions are at once made by the planters to the ryots nothing short of actual force would induce the ryots to sow." Of violence and oppression he said: 'But there are other minor kinds of violence and oppression(tho' indeed these are bad enough) which are unfortunately common and which ought if possible to be stopped entirely or at least greatly checked, *viz*; kidnapping and confining of ryots, forcible occupation of ryots lands, ploughing up of rice crops and sowing the land with indigo instead.'

This ruinous crop must be either made paying or weeded out of the country. If the affection for the indigo planters prevails, the Government itself will suffer in the long run. The Government is the land-lord of the country, and that landlord is very foolish who allows others to impoverish his tenants and then comes forward to make up the damage. It won't do, the soil cannot bear its present burden, and the land is the only property of the Government of India. With the advent of the English, a terrible famine appeared in the country and since then famines have become of so frequent occurance that the Government is preparing to keep a sum apart to avert such a calamity when it appears. The right way of doing things is to find the cause and remove it. So long as you continue to keep alive the process of a systematic drain, famines will occur and the just God in Heaven will compel you to disgorge the amount that you took, to keep alive the goose that lay golden eggs.

বিবিধ

My Master, the Venerable Editor threatens me to give my *conge* which in plain Urdoo means *joab*, for he says he will no longer need my services. He said that Lord Northbrook was such a good Ruler and a good man that he would allow nobody to make him a subject of satire; and then Sir Richard threatens to be a good ruler too. When there was Sir William Grey, there was Lord Mayo; and when there was Lord Northbrook there was Sir George Campbell, but he would not embitter the feelings of Sir Richard against the natives of Bengal by making him the subject of a cartoon. I coaxingly told him that with a magnificient pair of moustaiche, the present Ruler of Bengal, would make a capital figure in a cartoon. My Master shook his head. I then told him that Sir Richard Temple was a Punjab Civilian and as such deserved no mercy in the hands of a Bengalee. My master was not convinced. I urged again that Sir Richard has a very low opinion of the natives, or else why would he indent only for Europeans and ostracise the Bengallies from famine duties? The Venerable Sage was not to be moved, he stood firm as a rock. What have you to say in defence of Lord Northbrook in the case of Shurendra Nath Banerjee said I? How often have a commission been appointed to enquire into the character of civilians? How many would escape if such a commission were appointed? How many civilians clearly proved of partiality, animosity and oppression and the abuse of the absolute powers vested in them have been tried or punished? Which is the greater Criminal, who sells justice to serve a private pique or interest or one who in self-defence speaks a falsehood? How many Magistrates give a fair decision in a case between natives and Europeans? How many ——, he interrupted me and said that in spite of Shurendras's case he would not allow any body to crack a joke at the expence of such a good governor. Why do you call him good, said I, because you have not as yet forgotten the fright which Lord Mayo's Government gave you? What has Lord Northbrook done to deserve the title of good? What——? He interrupted me again and reminded me that Lord Northbrook vetoed the municipality bill. I faltered and stammered, but my bread was at stake and I gained courage and said, that that was only a negative good. What positive boon has Lord Northbrook given? What boon has he given to the nation that we can call after his name? On the contrary has he not turned a deaf year to the deep and universal cry of the nation against the Criminal Procedure Code? Has he not himself favored the progress of despotism and is he not at present deeply engaged in introducing portions of that Code, against which you have been so unsuccessfully fighting, in the capital cities? So my lord and master, I kneeled as I said this, allow me to write only half a dozen of satires against Lord Northbrook. The Philosopher shut his eyes and in a deep, solemn and measured tone spoke to me for some time, a syllable of which I did not however understand. I shall here repeat what he said regarding my appeal to him, for the benefit of the learned reader. He said: "The superior stratum of human society requires filtration and that can only be done by two exhaustive sections, *viz*, horizontal and longitudinal and what His Excellency the Governor General did was to favor the cause of this process. If it were not for these transverse operations humanity would succumb and fall a prey to the ever-vigorous growth of popular prejudice.' I was confused by his philosophical cogitations but I saw it won't do. But starvation was stariing me in the face and I stammered out the name of Hogg. I said there is yet Mr. Hogg and his market and they can give me sufficient occupation. The name itself admits of a beautiful pun and his doings if only related in plain language would amuse your readers. He said Mr. Hogg may interest Calcutta but the Moffussil men won't care a fig for him. And then he is not a sufficiently high personage to deserve a place in a cartoon. Well, I boldly repplied, if Mr. Hogg won't do, there is our chief Justice. His uncouth appearance, his cordial hatred of the Bengallees, his humble submissiveness to the Executive, may yet give food for six months, at least till the famine is over. There is already a circumstance which I can render into a very good article in your paper. He said 'Mr. Kennedy do you think then that my opinion is worthless.' and Mr. Kennedy replied 'Just so my Lord.' The Chief Justice was so very angry at this that he vented his spleen upon all the Babu pleaders that appeared before him that day. The Philosopher smiled. I saw hope in that smile, but alas! I was disappointed. He said that the Chief Justice was too dangerous a personage to be meddled with impunity. In despair what could I do, I named the *Friend*, the *Mirror*, the *News*, but the Incarnation of Wisdom hastily replied me "Well, leave them to me, they do not require a lampoon, or a satire but pure distilled abuse and I think I know how to prepare it.' There was no denying that; so there was no help for it and Sir Richard Temple was my last resource and to His Honor I submitted the following petition.

"That your poor petitioner begs to submit that since the departure of Sir George Campbell there has been a continued drought in the fourth estate.

That the dearth is already felt and famine is staring in the face of your poor petitioner and his brethern.

That though Behar should occupy your attention your Honor should also come to the rescue of your poor petitioner and his brethren or there will be deaths and desertions in their ranks.

That the roadcess is only a worse form of income tax of which your Honor is so fond. If the roadcess be rigorously imposed and collected at the maximum rate your petitioner and his brethren shall be saved in this season of famine.

That Sir George Campbell was instrumental in vesting Magistrates with absolute powers, if during your Honor's time the power be extended to the Police your poor petitioner and brethren shall be saved.

That Sir George Campbell founded his guroo education upon the ruins of high education, but if your Honor can go a step further your poor petitioner and his brethren shall be saved.

That Sir George ruled that those who committed a light offence should be more severely dealt with than those who committed a heinious one, but if your Honor can rule that a person who committed no crime at all shall be still more severely treated, your petitioner and his brethren shall be saved.

That there are still three or four Bengallee Civilians and if your Honor can manage to appoint another commission your petitioner and brethren shall be saved.

That if your Honor can continue in your practice of ostracizing the natives from employments as your Honor was pleased to do when in Tirhoot doing famine duties, your poor petitioner and his brethren shall be saved.

That if your Honor can only introduce the shoe question in this country your petitioner shall be saved.

That there are many other ways, which enlightened Englishmen and Scotchmen best know, by which your petitioner &c can be saved.

And as in duty bound shall ever pray.

সংবাদ।

—আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—গত ১৯ এ এপ্রেল রাত্রে কানপুরের নিকট সিয়সোল ষ্টেষনের ষ্টেষন মাষ্টারকে ষ্টেষন কম্পাউণ্ডের ভিতর কে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পুলিষে তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। রেলওয়ে কম্পানি তাহার জন্য নানা প্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন।

=ব্রহ্ম দেশের রাজা যখন সিংহাসনে আরূঢ় হন তখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী তাহাকে তিনি ধর্ম্মের অধীশ্বর পদে নিযুক্ত করিয়া এক খানি সনন্দ পত্র প্রদান করেন। সনন্দ খানি এক খানি তাল পত্রে উত্তমাক্ষরে লিখিত হয় ও তাহাতে রাজার মোহর অঙ্কিত থাকে। ইনি দেশের মধ্যে যে সমুদায় ধর্ম্মযাজক আছেন সকলের কর্ত্তা হন এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত যত কর্ম্মচারী আছেন তাহাদের নিয়োগ বিয়োগের ভার তাহার উপর থাকে। রাজধানীর মধ্যে একটি সুরোম্য দেব মন্দিরে তিনি অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপরায়ণা রাজ্ঞী নিজ ব্যয়ে ঐ মন্দিরের শোভা সম্বর্দ্ধন করেন। রাজদ্বারে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে তিনি ইচ্ছা করিলে তথায় রক্ষা করিতে পারেন। এমন ঘটনা অনেক সময় হয় যে অপরাধিকে বধ্য স্থানে বধ করিতে লইয়া যাইতেছে ইহার মধ্যে ধর্ম্ম রাজে অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাহাকে কাড়িয়া লইয়া পীত বসন দ্বারা আররণ করিয়া দেব মন্দিরে উপস্থিত করে এবং রাজার সাধ্য হয় না যে তিনি সেখান হইতে অপরাধিকে আনয়ন করেন।

-কিছু দিন হইল নিউজারসির এক খানি জাহাজের স্মিথ নামক জনৈক আরোহী এক কৌতুকাবহ বিপদে পড়িয়া ছিলেন। ইনি কখন বিবাহ করেন নাই এবং স্ত্রীলোক দেখিলে ভয়ে তাহার নিকট যাইতেন না। জাহাজের মধ্যে হঠাৎ এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে স্বামী বলিয়া আহ্বান করে এবং সাশ্রু চক্ষে তাহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে থাকে। স্মিথ একেবারে দিশাহারা ও বাক্‌শূন্য হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে তিনি এক নিভৃত স্থানে পলায়ন করিলেন এবং উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। স্ত্রীলোকটী অপর একটী দ্বার দিয়া উক্ত নিভৃত স্থানে গিয়া উপস্থিত। স্মিথ এবার প্রকৃত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী অনেক সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা স্মিথের চৈতন্যোদয় করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করে। স্মিথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি "দূর হ পিচাশী" বলিয়া তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি বাঘিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্মিথের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং নখ ও দন্ত দ্বারা তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিল। কিছুক্ষণ পরে সে পুলিশে গিয়া খবর দেয় যে তাহার স্বামী তাহাকে প্রহার করিয়াছে। স্মিথের পুলিশের হস্তে যাইতে হইল এবং দুই দিন গারদে থাকিয়া মাজিষ্টেটের নিকট তিনি প্রেরিত হন। মাজিষ্টেটের নিকট স্মিথ বলেন যে তিনি উক্ত স্ত্রীর স্বামী নন এবং তিনি কখন বিবাহ করেন নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটী এক খানি সার্টিফিকেট প্রদর্শন করায়, তাহাতে লেখা থাকে যে তাহার স্মিথের সহিত বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী লোকটী তাহার স্বামীর একটী ফটোগ্রাফও দেখায়, এবং উহার সহিত স্মিথের অবয়বের কথকটা মিল হয়। স্ত্রীলোকটী কয়েক জন সাক্ষী দ্বারাও প্রমাণ করে যে স্মিথ নামক কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হয়। ঘটনা দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বোধ হইতেলাগিল যে স্মিথ উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামী, কিন্তু তিনি হস্তোত্তলোন করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন যে তিনি কখনই উক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন নাই। বিচারপতি কিছুই সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না এবং অবাক হইয়া বসিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মলিন বসন পরিধান একটী ভদ্র লোক হঠাৎ কাছারী উপস্থিত হন এবং বাদিনী স্ত্রীলোকটীর প্রতি একটু নিরীক্ষণ করিয়া 'মেরী' ইহা বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরেন। স্ত্রীলোকটী 'স্মিথ' এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছা যায়। অবশেষে প্রকাশ পাইল যে আগন্তুক ব্যক্তি প্রতিবাদী স্মিথের সহোদর ভাই এবং স্ত্রীলোকটীর স্বামী। অনেক দিন হইতে তিনি অনুদ্দেশ হন এবং স্ত্রীলোকটী ইহাতে উন্মাদের ন্যায় হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। প্রতিবাদী স্মিথকে দেখিয়া তাহার স্বামী বলিয়া ভ্রম হয় এবং এই কারণে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।

=ইংলণ্ডে একটি ঘৃণাষ্কর মকদ্দমা হইতেছে। দুইটি সম্ভ্রান্ত যুবক স্ত্রী লোকের বসন পরিধান করিয়া যাবতীয় লেডিদিগের "প্রাইবেট রুম" দেখিয়া বেড়াইত ও অনেক পুরুষকে প্রলোভন প্রদর্শন করাইয়া অস্বাভাবিক দোষে লিপ্ত করিত। ইহারা স্ত্রীলোক সাজিয়া একটি পুরুষের সহিত ভ্রমণ করিতেছে এমত সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহাদের বিচার এখন পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই। এই ঘৃণাষ্কর মকদ্দমা দেখিতে কাছারী লোকপূর্ণ হইতেছে। যেখানে যত সভ্যতা সেখানে পাপ নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়।

—আন্দামান দ্বীপের আদিম বাসন্দাগণ ক্রমেই লুপ্ত প্রায় হইতেছে। এক্ষণ তাহাদের সংখ্যা হাজারের বেশী হইবে না। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ বাঁচেনা এবং বালকগণ কৃশ ও দুর্ব্বল। কেবল এক ভারতবর্ষ ছাড়া ইউরোপীয়েরা প্রায় যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন সেখানকার আদিম বাসন্দার লোপ হইয়া গিয়াছে। পর দেশ অধিকার যে পাপ তাহার ভয়ংকর শাস্তি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এক একটি আদিম বাসন্দার অকাল মত্যু হইতেছে আর জেতৃ জাতিতে এক একটি মনুষ্য হত্যার পাপ বর্ত্তিতেছে।

—কুইন বিক্টরিয়া একটি নূতন কুটম্ব পাইয়াছেন। মহারাণীর কন্যার সহিত ডিউক অব আরগাইলের প্রথম পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ডিউক আরগাইলের আর এক পুত্রের সহিত মিস মিলনেস্ নামক কোন সামান্য কিন্তু ধনী বণিকের কন্যা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং কুইন বিকটরিয়া ও মিস মিলান্স সসম্পর্কীয় হইলেন।

—সুমাত্রার দক্ষিণ অংশে বাটা নামক এক জাতি আছে। ইহারা আজিও মনুষ্য আহার করে। ছোট ছোট বালকেরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। শত্রুর মাংস ইহাদের নিকট ভারি প্রিয়। বন্দী শত্রুদিগকে কোন প্রকাশ্য স্থানে বান্ধিয়া রাখা হয়। প্রত্যেক বাটার ছুরিকা দ্বারা ইহাদের মাংস কাটিয়া লওয়ার অধিকার আছে। কেবল হস্ত দুই খানি প্রধান সর্দ্দারের প্রাপ্য ও উহা পরম উপাদেয় বলিয়া গণ্য।

—আজ কয়েক দিন হইতে আকাশ মণ্ডলী মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। কিন্তু অল্প অল্প বাতাস হইয়া সমুদায় মেঘ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। লোকে বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া আকাশ মুখ তাকাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু বরুণদেব এখনও সদয় হন নাই। আমরা শুনিলাম গত কল্য গোয়ালন্দ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

—সিংহল দ্বীপের দুই দল জালিয়ার সহিত মৎস্য ধরা লইয়া বিবাদ হয়। এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কতক গুলি পুলিশ সৈন্য লইয়া গোল থামাইতে যান, বহু এক দল জালিয়া মাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ ও বিলক্ষণ প্রহার করে। পুলিশ সৈন্য কিঞ্চিৎ দূরে ছিল, তাহারা আসিয়া মাজিষ্ট্রেটকে উদ্ধার করে। জালিয়াদের নামে এক সঙ্গিন মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

—গত ৩১এ মার্চ্চে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আপিশে ভারতবর্ষে যত সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় তাহার তালিকা রেজেষ্টারি করা হয়। বাঙ্গলায় ৩৫ খানি ইংরাজি ৫৯ দেশীয় এবং পাঁচ খানি ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজে ৩৬ খানা ইংরেজী ২৩ খানা দেশীয় এবং ২৫ খানা ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশতি হয়। বোম্বাইয়ে ২৫ খানা ইংরেজী ৬২ খানা দেশীয় এবং ২১ খানা দেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নয় খানি ইংরেজী, ৫৯ খানা দেশীয়, এবং পাঁচ খানি ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। পঞ্জাবে দশ খানি ইংরেজী, ৩০ খানি দেশীয় এবং দুই খানি দেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়! মধ্য ভারতবর্ষে তিন খানি ইংরেজী, চারি খানি দেশীয় এবং দুই খানি ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত। রাজপূতনায় দুই খানি দেশীয় এবং এক খানি দেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত। ব্রিটিশ ব্রহ্মে ১৪ খানি ইংরেজী এবং পাঁচ খানি দেশীয় ভাষায়, অযোধ্যায় চারি খানি ইংরেজী, সাত খানি দেশীয় এবং আট খানি দেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় এবং সিন্ধু প্রদেশে নয় খানি ইংরেজী, তিন খানি দেশীয় ও এক খানি দেশীয় ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত।

—রংপুর, লক্ষ্মণপুরের জমিদার বাবু গোবিন্দ নাথ রায় চৌধূরী লিখিয়াছেনঃ—"এ প্রদেশে অত্যন্ত অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ৬০টের ওজনে চাউল ৮।৯ সের তাহাও পাওয়া সুকঠিন। সদর ষ্টেসনে সরকারি চাউল ছাড়াতে তত্রস্থ লোকের অপেক্ষাকৃত কষ্টের নিবারণ হইয়াছে কিন্তু পল্লিগ্রাম বাসীদিগের উপায় কি হইবে? এমনও শুনা যাইতেছে অনাহারে দুই এক ব্যক্তি মরিয়া যাইতেছে।"

—ঢাকার কোন পল্লিগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে একটি বৃহৎকায় "পোটকা" মাছ খাইয়া এক মুসলমান সপরিবারে মরিয়াছে। এমন কি সে বাড়ীর একটি বিরাল ও তাহার সাবক গুলি পর্য্যন্ত কাঁটা কুঁটি খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সংবাদদাতা জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে ইহার কারণ কেহ বলিতে পারেন কি না। প্রথমতঃ পোটকা মাছের নাম আমরা কখন শুনি নাই, এই মাছের অন্যান্য কি নাম আছে তাহা দেওয়া উচিত ছিল। সংবাদদাতা মৎস্যটির যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের উহাকে ট্যাপা মাছ বলিয়া বোধ হইল। ঐ মাছে বায়ু অধকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উদর স্ফীত করে ও ঠিক গোলাকার হয়, ও ঐ অবস্থায় চিত হইয়া তাহারা বিচরণ করে। ইহাদের দন্ত অতি তীক্ষ্ণ ও ইহারা নানা জাতিতে বিভক্ত। সচরাচর যে সমুদয় ট্যাপা মাছ দেখা যায় তাহারা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু কোন কোন জাতি ওজনে এক সের পর্য্যন্ত হয়। কোন কোন জাতির গাত্রে কৃষ্ণ বর্ণ ফুট ফুট আছে ও কোন কোন জাতির গায়ে সজারুর কাঁটার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা আছে ও যখন তাহারা উদর স্ফীত করে তখন কোন মৎস্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এই ট্যাপা শ্রেণীর মধ্যে এক জাতি আছে (Pletognatha, Selerodermata) তাহারা বৎসরের মধ্যে কোন২ সময় বিষাক্ত হয়। কেহ কেহ বলেন তাহারা কি এক রূপ বিষাক্ত জিনিষ খায় ও তাহাতেই ঐ রূপ হয়। সুন্দরবনে যে এক প্রকার বৃহৎকায় ট্যাপা আছে তাহাকে বিষ ট্যাপা বলে। সম্ভবতঃ মুসলমান তাহারই একটা ধরিয়া খাইয়া ছিল। আমাদের স্মরণ হইতেছে, কয়েক বৎসর হইল ঢাকায় আর এক ব্যক্তিও সপরিবারে ঐ রূপ একটি মাছ খাইয়া মরিয়া যায়।

প্রেরিত।

রঙ্গপুরের জমিদারগণ।

মহাশয়,

আমরা ঘটনা ক্রমে এখানে (রংপুরে) আসিয়া দেখিলাম, এ স্থানের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্ট অশেষবিধ যত্ন করিতেছেন। ১মতঃ রিলিফ ওয়ার্কের দ্বারা প্রজাগণের অর্থাভাব মোচন করিতেছেন। ২য়তঃ নানা স্থানে গোলা প্রস্তুত করিয়া চাউল সংগ্রহ করিতেছেন। ৩য়তঃ স্থানে স্থানে হোটেল প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মাক্ষম দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে অন্নদান করিতেছেন। এতৎব্যতীত, রাস্তা প্রস্তুতাদি কাজ উপস্থিত করিয়া সাধারণ মজুর লোক দিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

ভূম্যধিকারী মহোদয়েরাও আপনাপন অধিকারস্থ প্রজাগণের কষ্ট দূরীকরণ জন্য, অশেষ যত্ন সহকারে, নানা মত সদুপায় ও সদনুষ্ঠান করিতেছেন। কাকিনা, তুষ ভাণ্ডার, ডিমলা, কুণ্ডি, বামনডাঙ্গা, পীরগাছা প্রভৃতির জমিদার মহাশয়েরা সকলেই স্বীয় ২ বাটিতে এবং আপনাপন অধিকারে যথাসাধ্য অন্নদান করিয়া, এবং সাধ্যানুসারে অর্থানুকূল্য করিয়া প্রজাগণের কষ্ট দূর করিতেছেন।

টেপার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণা মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার অধীনস্থ, ধনী, নির্ধনী সমস্ত প্রজার এক বৎসরের কর মহকুব রাখিয়া ধনী প্রজা সকলকে, তাহাদের পেটী প্রজার মঙ্গল সাধন বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে অন্ন ছত্র প্রস্তুত করিয়া দীন, দুঃখী, অন্ধ, অতুর প্রভৃতি ক্ষমতাহীন লোকদিগকে অন্নদানে প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। আবার প্রজার অবস্থা বিবেচনায় অর্থ সাহায্যও ক্রটী করিতেছেন না। গ্রামে গ্রামে প্রজার অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণের জন্য, কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়াছেন; সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণ প্রাণপণে তাহাদের দুরবস্থা দূর করিতেছেন। যেখানে একটু ক্রটী হইয়াছে অমনি বাবু মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, যথাবিধান করিতেছেন।

সম্পাদক মহাশয়, ইনিত পুরুষ জমিদার, ইঁহার ত নিজেরও করিবার অনেক ক্ষমতা আছে, কিন্তু এই বড় আনন্দের বিষয় যে স্ত্রী জমিদার শ্রীযুক্তা রাধাপ্যারী দেব্যা চৌধুরাণী মহাশয়াও অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। ইনি পরগণে মন্থনার জমিদার। ইঁহার চরিত্র অতি উদার, দয়া ধর্ম্মে বিভূষিত, প্রজা হিতৈষিতায় পূর্ণ, জমিদারী পাওয়া অবধি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কার্য দক্ষ কর্ম্মচারী সকলও অতি বিশ্বস্ত। ইঁহার অধীনে প্রজাগণ যে সুখে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বুদ্ধিমতী ভূম্যধিকারিণী মহোদয়া, নিজের বুদ্ধির বলে, পূর্ব্বকালীন ক্রিয়া কল্প যথা মত স্থির রাখিয়া সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই দুঃসময়ে প্রজাগণের দুরবস্থা মোচনের জন্য, ছয় মাসের খাজানা বন্ধ রাখিয়াছেন। স্থানে ২ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া প্রজার অবস্থা দৃষ্টে পরিবার বিবেচনায়, ধান্য, চাউল, এবং যথানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন। পীরগাছা নিজ বাটিতে সাধারণের জন্য দুইটি অন্ন ছত্র মুক্ত করিয়াছেন। একটি সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু এবং অপরটিতে মুসলমান; এখানে সর্ব্ব প্রকার লোক দিগকে অন্ন দান করা হইতেছে। এখানে সক্ষম, অক্ষম বিচার নাই, যে উপস্থিত হইতেছে, সেই আহার পাইতেছে, দিন রাত্রি ভেদ নাই, সকল সময়েই অন্ন পাইতেছে। এ দিকে পূর্ব্ব পুরুষস্থায়ী ৺যাদব রায় বিগ্রহের বাটীতে নানা উপকরণ সহ আধ মন চাউল ভোগ হইয়া, গ্রামস্থ ভদ্র, ব্রাহ্মণ সকল প্রকার লোককে প্রসাদ খাওয়ান হইতেছে। প্রতিবাসী, স্বগ্রাম নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ভদ্র দিগকে টাকা দ্বারা যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন। বাস্তবিক, ইঁহার অধিকার মধ্যে, অন্ন কষ্ট পীড়িত কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এতদ্ভিন্ন সাধারণ প্রজাগণকে জানাইয়াছেন, তাঁহার অধিকার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন কি রাস্তা প্রস্তুতার্থ প্রার্থী হইবে, বিনা ব্যয়ে, সে অভিপ্রায় পত্র প্রাপ্ত হইবে। আমরা এই রূপ সৎকার্য্য দৃষ্টে বড় সুখী হইয়াছি ভরসা করি সকলেই সুখী হইবেন।

সন১২৮১ সাল
তারিখ ১বৈশাখ

বশম্বদ
শ্রীঅন্নদা কুমার দাস
নাটোর।

কাসীমপুরের শ্রীযুত রায় গির শচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর।

এক্ষণে আপনার প্রত্যক পত্রিকাতেই অনেকানেক বদান্য মহাশয়দিগের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তি ব্যূহের সাহায্যের সম্বাদপাঠ করিতেছি। এখানে রিলিফ কমিটি, সেখানে শাখা রিলিফ কমিটী, ইত্যাদি হইয়া স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ অনেক চাঁদা আদায় করিতেছেন; এবং সেই সমস্ত টাকা বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণী কর্ম্মচারী দিগের হস্তে অর্পণ করিয়া জন সাধারণের উদ্ধার সংকল্প করিয়াছেন। প্রোক্ত উপায় আপনার সন্তোষপ্রদ নয় ইহা ভবদীয় পত্রী পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমিও এক জন আপনার মতাবলম্বী। ঐ রূপ উপায়ে যে কোন বিশেষ উপকার হইবে এমন ভরসা করিনা, তজ্জন্য নিম্নে এক জন মহাত্মা দুর্ভিক্ষাক্রান্তের জীবন দানার্থে কি রূপ সর্ব্বজন সুখকর উপায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকটিত করিলাম, স্থান দানে বাধিত করিবেন।

শিরোনামাঙ্কিত বদান্যবর মহাশয়ের দান আপনার এবং আপনার সহৃদয় পাঠক বৃন্দের অবিদিত নাই। সেবারে ভয়ানক বর্ষা হইয়া রামপুর বোয়ালীয়া জল প্লবিত হইলে কেবল তাঁহারই কৃপাবলে স্থানীয় ব্যক্তি সমূহ এবং তাহাদের গৃহ পালিত গো মেষাদি পশু বৃন্দ মৃত্যু মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া ছিল। অত্র রাজসাহী জেলাস্থ সমুদয় রাজা এবং জমিদার মহাশয়ের, তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া ভুবনে অসীম কীর্ত্তি স্থাপন করুণ।

অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে তাঁহার জমিদারি সেরকোল ডিহির প্রায় এক শত প্রজা বিপদুদ্ধার হইবার জন্য আবেদন করিতেছে। তাঁহার বাক্যের প্রণালীতে বোধ হইল যে যাহাদের একেবারেই অর্থাভাব তাহারা তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত অন্ন ছত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করুক আর যাহাদের কিছুনের আবশ্যক তাহারা ৫।৭ দিবস অপেক্ষা করিয়া টাকা লউক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার যে কর্ম্মচারী প্রজাদিগের অভাব অনুসন্ধানার্থে মফঃস্বল গিয়াছেন তাহার রিপোর্ট সমুদায় প্রজার কত টাকার আবশ্যক হইবে জ্ঞাত হইয়া একেবারে সকলকে টাকা দিবেন। কিন্তু যখন ঐ প্রজাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার একটি পুত্র অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল তখন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং তৎক্ষণাৎ আশু রক্ষার জন্য ১০০ এক শত টাকা দেওয়ার আদেশ দিলেন। মহাশয় অন্ন ছত্রের কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তাঁহার নিজ বাটী কাসীমপুর হইতে কিঞ্চিদধিক আদ মাইল দূর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক কালী বাড়ী আছে। তথায় সহস্র লোক বাস করিতে পারে এত ঘর আছে। সেই স্থানে ব্রাহ্মণ ও মুসলমান পাচক নিযুক্ত হইয়া ক্ষুধা পীড়িত লোক দিগের দুই বেলা আহারের জোগাড় ব্যবস্থা করিতেছে। কত লোক তথায় অন্ন পাইতেছে তাহা পশ্চাৎ জানাইব।

ধন্য রায় বাহাদুর! তাঁহা অপেক্ষা ধনী, মানী অনেক ব্যক্তি এই জেলাতে বাস করেন কিন্তু তাঁহার মত সৎ কার্য্য দৃষ্টান্ত করণ ও পর দুঃখে কাতরতার দৃষ্টান্ত অতি অল্প। কয়েক দিবস হইল তিনি একাকী পদব্রজে নিকটস্থ পল্লি সমুহে ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থা অনুসন্ধান এবং "কোন ভয় নাই, আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিব" বলিয়া যে সাহস প্রদান করিতেছেন তাহা দেখিলে কোন ব্যক্তির হৃদয় ভক্তি রসে সিক্ত এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেব স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা না হয়?

তারিখ
চৈত্র

বশম্বদ
শ্রী-সত্যবাদী

হাবড়ার রাস্তা।

মহাশয়।

রিলিফ কার্য্যের জন্য হাওড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীননাথ দে এ দেশে আসিয়াছিলেন। গমন গমনের সুবিধা সম্বন্ধে এ অঞ্চল সাহারার তুল্য সৌভাগ্য শালী। কতদূর দেশে কত রাস্তা রেলরোড ও খালকাটা হইল ভাগ্যহীন হাওড়ার অবস্থা কালও যেমন আজও তেমন। ডিপুটি বাবু ডোমজুড় থানার দুইটী রাস্তা রিলিফ ওয়ার্কের ফণ্ড হইতে কিছু ২ মাটি ফেলিবার প্রস্তাব করিলেন। দুইটীর মধ্যে যেটি ঝাপড়দহ হইতে রাজগঞ্জ গিয়াছে সেটী উত্তম আছে, অপরটীর অবস্থা তত উত্তম নয়, কিন্তু যাহাতে এত শের বিশেষ উপকার হয় সে কার্য্যের অনুষ্ঠানের কথা শুনিলামনা। হাওড়ার কমিটীর বিচক্ষণ মেম্বার বাবু মধুসূদন বর্ম্মণে ডিপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রাজাপুরের হইতে ঝাপড়দহর পূর্ব্ব দিয়া যে খাল গিয়াছে ও উহাদার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া কৌশিকা ও গৌরী নামক যে খাল খসমারা এবং খাট্টারা কেশবপুর বৈগাড়ী প্রভৃতি গ্রামের ধার দিয়া উপরিউক্ত খাল তেমনি নামক স্থানে একত্রিত হইয়া মহিয়াড়ী ও আন্দুলকে বেষ্টন করতঃ সাঁকরাইল নামক স্থান দিয়া হুগলি প্রবেশ করিয়াছে, তিনি ডেপুটি বাবুকে সেই দুইটি খাল কাটিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

কৌশিকী ও গৌরী নদীর এক্ষণে শুষ্ক ও সুবিস্তৃত দেহ দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে ইহারা বিলক্ষণ প্রবলা ও বেগবতী ছিল। লোকে বলে এবং এ কথা সত্য বলিয়া বোধহয়, যে পূর্ব্বে দামোদরের আলিঙ্গনে এই দুই নদী স্ফীতা হইয়া এ অঞ্চলকে শস্য শালিনী করিত, কিন্তু দামোদরের পূর্ব্বকূলে বাঁধ হওয়াবধি ইহারা কৃষাঙ্গী হইয়াছে এবং এ দেশকে প্রায় শস্য শূন্য করিয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রস্তাবিত দুইটী খাল যদি কাটাইয়া দেন তাহা হইলে এই দেশ সোনার দেশ হয়, খালকাটা হইলে কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে তাহারত সন্দেহ নাই।

প্রায় দুইবৎসর গত হইল এই দুইটী খাল ৬।৭ বার মাপ করা হইয়াছে, দুই ২।৩ জনা সাহেব এবং ৪।৫ জনা বাঙ্গালিবাবু সময়ে ২ মাপ করিয়া ধ্বজা ও পিন পুতিয়া গিয়াছেন, ধ্বজা গুলিন বহুদিন অপেক্ষা করিয়া থেকে ক্রমে হতাশা হইয়া প্রথমে শয়ন পরিশেষে কাটকুড়ানী স্ত্রীলোক দিগের উপকারার্থে অগ্নিতে কলেবর ত্যাগ করিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের আড়ম্বর ও ক্রিয়া দেখে বোধ হয় "অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে ইত্যাদি।" যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যদি এ অঞ্চলটীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করেন তাহা হইলে সহস্র ২ প্রজা দুর্ভিক্ষ ও জ্বরের এবং দরিদ্রতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

আপনার অনুগত
শ্রীঅধর নাথ শর্ম্মা
ঝাপড়দহ।

দিনাজপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাগণ।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের দুঃখ রাশি আপনকার পত্রিকার এক পার্শে স্থান দানে বাধিত করিবেন। আমরা জেলা দিনাজপুরের থানা হাবড়া ও নবাবগঞ্জও চিন্তামনের এলাকায় স্থানে ২ বাস করি। বিগত বর্ষে আমারদিগের কৃষি কার্য্যে বিধাতা সর্ব্ব প্রকারে নৈরাষ করায় অত্র বর্ষে যে কষ্টে কালাতিবাহিত করিতেছি তাহা পত্রিকা দ্বারা জ্ঞাত করা দুর্ঘট। পরস্পর শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রজার হিতার্থ কমিশনর ও তদধীনে বহুতর কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমারদিগের দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহাতে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে মাত্র। আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি এতক এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে কেহ ঐ সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যকারক কাহার নয়ন গোচর হয়নাই। স্থানে ২ জমিদার লোকে প্রজার সাহায্য করিতেছেন শুনা যায় তাহাও আমারদিগের শ্রবণ সুখকরমাত্র। আমারদিগের জমিদার গুলিন দৈন্য ও তাহারাও আমারদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন। তদপর শুনা হইয়াছিল যে কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ দিবেন। আমরা মহা হর্ষ চিত্তে দিনাজপুরের কালেকটর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলাম কিন্তু তিনি দরখাস্তে কোন হুকুম না দিয়া এই আদেশ করিলেন তোমরা রাস্তার কার্য্য করিলে অনায়াসেই চলিতে পারে। মহাশয় আমাদের অদৃষ্টেরি ফের বুঝিলাম। আমারদিগের বাসস্থানের নিকট ৮ ক্রোশের মধ্যে রেলওয়ে ও তৎ সংলগ্ন বহুতর রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় কালেকটর সাহেব ভাবিলেন আমরা কৃষি কার্য্যে লিপ্ত হইলে রাস্তার কার্য্য নির্ব্বাহের বাধা জন্মিবেক। ইহাও আমারদিগের দুরদৃষ্টের মূল। রাস্তার কার্য্যে ৵১০ পাই ৶০ পাই মজুরি পাওয়া যায়। আমরা এ যাবৎ ঐকার্য্য দ্বারা কোন মতে দিনপাত করিতেছিলাম। সংপ্রতি আবাদের সময় উপস্থিত, আবাদ না হইলে এ দুর্ভিক্ষ আমারদিগের চির সহায় হইবেক। বিশেষ চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে রাস্তার মজুরির দ্বারা নিজের উদর পুরণ ভিন্ন পরিবার ও দুষ্ঠ পোষ্যগণের কিছুই সাহায্য হয়না।

আবার এ দেশে প্রায় ধান্য চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তবে ফূলবাড়ির গোবিন্দগঞ্জ নামক স্থানে ৩ টী চাউলের আড়তে কতক গুলিন চাউল মজুত আছে বটে কিন্তু তাহা মহাজনেরা একচেটীয়া করিয়া নিত্য নূতন মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। এইক্ষণে ফিমোন /৪ শের গুড়া সমেত খাটি ৩ টাকা ৩।০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ইহাও যে স্থায়ী হইবে ভরসা হয়না। আমরা বৃক্ষ সকল নিষ্পত্র করিয়াছি, আহারোপযোগী পত্র আর নাই। আম্র কাঁঠাল বেল ইত্যাদি ফল পাকিবার আশ্বাসে রহি নাই, এক্ষণে কি লক্ষ্য করিয়া জীবন ধারন করি তাহাও ভাবিয়া স্থির নাই। ক্রমে আশা লতা সকল শুষ্ক হইল। আমারদিগের আগামী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ এই ৩ মাসের আহার আবশ্যক ও বিগত বর্ষে ধান্য জন্মে নাই, বীজেরও দরকার।

মহাশয় পত্রিকা বাহুল্য দৃষ্টে আপনারা বিরক্ত হইবেন না। আমারদিগের অদৃষ্ট অত্যন্ত মন্দ। অত্র ফুলবাড়ি মোকামের ফিডার রোড সম্বন্ধীয় দয়ালু শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডিপুটী কালেকটর মহাশয় আমাদের ক্লেশ দেখিয়া ক্রমে কএক খানা রিপোর্ট রিলিপ কমিশনর বাহাদুরের নিকট করায় তাহারও কোন প্রত্যুত্তর পান নাই। রিলিফ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে টাকা খাইতেছেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট ইহা না নে ২ যে সকল মুনসেফ ও ডিপুটী কা জিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন তাহারদিগের প্রতি ভার দিলে উত্তমরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ঐ সকল আদালতে ইম সন মকদ্দমা সংখ্যা যে মত অল্প তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি ও কষ্ট হইতনা, বরং যে টাকা গুলিন ঐ মহাশয়েরা খাইতেছেন, প্রজায় পাইলে বহু উপকৃত হইত।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত
জিলা দিনাজ পুরের
প্রজাবর্গ।

জল কষ্ট।

এক বার আমি লিখিয়াছিলাম যে বৈদ্যবাটির কিছু দূরে জলকষ্ট এতাধিক হইবে যে চৈত্র, বৈশাখে গৃহস্থগণ ঘর বাটী ছাড়িতে বাধ্য হইবে কিন্তু এখন আমার সে অনুমান যথার্থ হইল। আমি বৈদ্যবাটী হইতে পাড়ালা নামক গ্রামে যাই। তথায় জলের যেরূপ কষ্ট দেখিলাম তাহা লিখিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লির মধ্যে ১০।১৫টা করিয়া পুষ্করিণী, কোনটাতেই জল নাই। নূতন পুষ্করিণী যাহা গৃহস্থগণ কাটাইয়াছে তাহাতেও জল উঠে নাই। বাটি হইতে ১মাইল দেড় মাইল যাইয়া স্নান ও পান করিবার জল আনিতে হইতেছে। কুলবালাগণ যাহারা কথন ঘরের বাহির হয় না তাহাদের পথে পথে মাঠে মাঠে জলের জন্য বেড়াইতে হইতেছে। সেখানেও যে আর বেশী দিন থাকিবে আমার এমন বিশ্বাস হয় না। জিজ্ঞাসা করায় সকলে বলিল এটী ফুরাইয়া গেলে আমরা নগর ছাড়িয়া গঙ্গাধারে যাইয়া বাস করিব। গরু বাছুর মাঠে চরিতেছে, পিপাসাতুর হইয়া আদ মাইল, এক মাইল হইতে যখন সেই পুষ্করিণী অভিমুখে দৌড়িতে লাগিল, যথার্থ বলিতেছি দেখিয়া কান্দিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেই এক মাত্র পুষ্করিণীতে কত গাভী যে জল খাইল তাহা কি বলিব। একটি যুবতী রমণীর (বোধ হয় কৃষকের) বিস্তর কলসী জল তুলিতে হয়, দুঃখিনী সেই বৃহৎ মাঠ দিয়া কতবার কলসী ২ জল লইয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে তথাপি তাহার বিশ্রাম নাই। একটি বালিকা এক পোয়া আন্দাজ আসিয়া কক্ষ হইতে কলসীটি দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি তাহার ছল ছল নয়ন দেখিলাম আমার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল এবং ভাবিলাম ভগবান তোমার কি বিচার!

ভ্রমণ কারী।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীতুলসী রাম মালীক, সাহাগঞ্জ, হুগলী—কোন শিক্ষক একটি বালকের উপর অন্যায় ব্যবহার করেন তাহাই বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন। শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ দেখেন। ইহা না করিয়া যাহারা বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করেন তাহাদিগকে শিক্ষকতার কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—কতক গুলি দেশীয় সংবাদ পত্রকে নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা যে উদ্দেশে কাগজ বাহির করেন তাহার কিছু মাত্র না করিয়া কেবল অমূলক গাঁজাখূরি উপন্যাসে দীর্ঘ ২ স্তম্ভ গুলি পূর্ণ করেন এবং অন্যান্য পত্রের উচ্ছিষ্ট, পূরাতন সংবাদ দ্বারা অথবা রামায়ণ, মহাভারত, নাটক প্রভৃতি সাত পাঁচ দিয়া কোন ক্রমে এক এক নর সিংহ অবতার কাগজ বাহির করিয়া বসেন। পত্র প্রেরক এই সকল পত্রিকার উপর এত চটিয়া গিয়াছেন যে সাধারণকে ইহাদের বিরুদ্ধে লাইবেল আনিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

উচিত বাদী, বেলেঘাটা—বেলেঘাটায় যাহারা বন হইতে কাট কাটিয়া কাট বিক্রয় করিতে আইসে টোল ঘাটে তাহাদের উপর নানা রকমে অত্যাচার হয়। উচিত বাদী যদি এক বার আমাদের আফিসে আসিতে পারেন তবে ভাল হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কেদার শরণ মিশ্রস্য, বেনারস—আপনার পত্র আমরা বিজ্ঞাপন স্তম্ভে লইতে পারি। বিজ্ঞাপন প্রকাশের যেরূপ মূল্যের নির্ণয় আছে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

একজন কালেজের ছাত্র, ঢাকা—পত্র খানি দীর্ঘ এবং অন্যান্য কারণে উহা আমরা পত্রিকাস্থ করিতে পারিলাম না।

শ্রীজলধর বড়াল, রাড়ুলী—৪টা বৈশাখের অমৃত বাজার পত্রিকায় এক জন সংবাদ প্রেরণ করেন যে রাড়ুলী গ্রামে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেটি অমূলক ঘটনা।

শ্রীচারু লাল মিত্র,—"আড়াইডাঙ্গা গ্রামে একটি দুর্ভিক্ষ সভা হইয়া ১২৫ টাকা উঠিয়াছে।" আড়াই ডাঙ্গা কোথায়?

শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায়, কাশীপুর, রাজবাটী—আপনার পত্র বিজ্ঞাপন স্বরূপ, উহা ছাপাইতে আপনার বিজ্ঞাপনের মূল্য দিতে হইবে।

শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ চেধুরী, আমলা গাছী—রংপুরের অন্তর্গত পলাশবাড়ী পোষ্টাফিশের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন "আমরা এই পলাশবাড়ির পোষ্টাফিশ হইতে পত্রিকা লইয়া থাকি। পত্রিকা গুলি চারি পাঁচ সপ্তাহের একত্র অথচ খোলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপ ডাক বিভাগের অন্যায্য কার্য্য বশতঃ হয় ত পত্রিকা লওয়ার প্রতি গ্রাহকগণের ঔদাস্য ভাব হইতে পারে।" আমরা ভরসা করি রংপুরের পোষ্টাল ইনেস্পেক্টর এ বিষয় তদন্ত করিয়া দেখিবেন।

শ্রীরাম কমল চক্রবর্ত্তী দক্ষিণ বারাশত—আপনার পত্র খানি সোমপ্রকাশে পাঠাইবেন। তিনি যদি উহা না প্রকাশ করেন তখন আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ক্রমশঃ অজয়পুর—আপনার পত্র খানির উদ্দেশ্য কি?

শ্রীবিঃ, মহেশপুর—মহেশপুর স্কুলের প্রথম শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় উক্ত স্কুলের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে।

শ্রীক, পাকুড়িয়া, পাবনা—এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা, কারণ মোটা চাউল তের চৌদ্দ সের টাকায় বিক্রী হইতেছে। এই গ্রাম বাসী জমিদার ও মহাজন বাবু চৈতন্য চরণ কুণ্ড ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু রাম রতন মজুমদার মহাশয়দের এখানকার দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীকেদার নাথ মিত্র ও চন্দ্র কান্ত বসু—অন্যান্য স্থানের জমিদারেরা স্ব স্ব দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রাজাদের সাহায্যার্থ কত কার্য্য করিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যশোরের অন্তর্গত শ্রীকোলের তালুকদারকে সেরূপ কিছুই করিতে দেখা যাইতেছে না। পত্র প্রেরকগণ তালুকদার মহাশয়ের কতক গুলি গর্হিত কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সে গুলি যদি সত্য হয় তবে তালুকদার মহাশয়ের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। তিনি নিজের যদি মঙ্গল চান তবে প্রজাদের সহিত সদ্ভাব রাখিবেন।

এক জন গ্রাহক—আপনি লিখিয়াছেন যে "আমার কাগজ জেলা ঢাকা, পোষ্টাফিস নেছেরাগঞ্জ, সাকিন চন্দ্র প্রতাপ শ্রীযুক্ত গুরু গোবিন্দ মণ্ডল মহাশয়ের বাটিতে পাঠাইবেন।" কিন্তু আপনি নাম লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার নাম জানিতে না পারিলে আপনার কাগজ পূর্ব্ব ঠিকানায় যাইতে থাকিবে।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুয্যর গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।